(বক্তব্যে কোন ধরণের পরিবর্তন ও পরিমার্জন থাকলে, অনুগ্রহপূর্বক আগামী ২০/০২/২০২১; ইং তারিখের মধ্যে উল্লেখ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।)

৩য় সভার কার্যবিবরণী (খসড়া)

গত ২৮ জানুয়ারি, ২০২১ ইং তারিখ, দুপুর ১.০০ ঘটিকায়; জাতীয় সংসদের শপথগ্রহণ কক্ষে 'বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং' এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের সচিবালয় সংস্থা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন সভাটি আয়োজনে সহযোগিতা করে। সভাপতিত্ব করেন ফোরামের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, এমপি (৬৩, সিরাজগঞ্জ-২)।

উক্ত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব আ.স.ম ফিরোজ, এমপি (১১২, পটুয়াখালী-২), জনাব কাজী নাবিল আহমেদ, এমপি (৮৭, যশোর-৩), ব্যারিস্টার জনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি (২৯, গাইবান্ধা-১), জনাব শবনম জাহান, এমপি (৩০৩, মহিলা আসন-৩), আরমা দত্ত, এমপি (৩১১, মহিলা আসন-১১), রুমানা আলী, এমপি (৩১৪, মহিলা আসন- ১৪), জনাব নাহিজ ইজাহার খান, এমপি (৩০৩, মহিলা আসন-৫), জনাব অপরাজিতা হক, এমপি (৩২০, মহিলা আসন-২০), অ্যাড. সৈয়দা রুবিনা আক্তার, এমপি (৩২৮, মহিলা আসন-২৮) এবং সদস্য অ্যাড. আদিবা সুলতানা মিতা, এমপি (৩২৮, মহিলা আসন-৩৭)।

আলোচ্য বিষয়সমূহঃ

- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- জনস্বাস্থ্যের জন্য নতুন হুমকি ই-সিগারেট আমদানি, উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- তামাক আইন সংশোধন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- ফোরামের সদস্যদের জন্য বিষয়ভিত্তিক অভিমত লিপিবদ্ধ করা;
- বিবিধ।

অধ্যাপক ডা. হাবিবে মিল্লাত, এমপি (৬৩, সিরাজগঞ্জ-২) : জনগণের সুস্বাস্থ্যের জন্য সরকারের সদিচ্ছা বাস্তবায়নে, আইনপ্রণেতা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। আমাদেরকে সেই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের সকল মানুষের সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করতে হবে। আমরা প্রতি মাসে একবার বসতে পারি। সেখানে আমরা আমাদের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবো, যা আগামীতে নানান উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক হবে। এছাড়া জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী মুজিব বর্ষকে স্বরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন কার্যক্রমের পরামর্শ প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি। সাথে সাথে ধূমপান ও ই-সিগারেট বিরোধী চলমান আন্দোলনে মাননীয় সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জনাব কাজী নাবিল আহমেদ, এমপি (৮৭, যশোর-৩) : পার্লামেন্টে যারা আইনপ্রণেতা আছেন; স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং অন্যান্য মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদেরকে আলোচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে সেনসেটাইজ করতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করা এবং ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করা; ফোরামের পক্ষ থেকে নেওয়া এই দুটি উদ্যোগই অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এছাড়াও কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সামগ্রিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার ঘাটতি পূরণে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী। এক্ষেত্রে, নীতিনির্ধারক নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করা যেতে পারে।

জনাব শবনম জাহান, এমপি (৩০৩, মহিলা আসন-৩) : করোনাকে বাংলাদেশ সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। তবে তিনি চিকিৎসাখাতে উপজেলা পর্যায়ে আরও উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ান বৃদ্ধি, জরুরী পরীক্ষাগুলোর ব্যবস্থা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে অবিলম্বে তামাকজাত দ্রব্য , সিগারেট ও ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করতে হবে। এই মূহুর্তে যে আইন আছে, সেটিরও সঠিক প্রয়োগ নেই। ধূমপায়ীরা প্রত্যেহ এই আইন লঙ্ঘন করছেন। আওয়াজ তুলতে হবে, ধূমপানমুক্ত দেশ চাই আমরা। বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)'র ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি); বৈশ্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এটি দ্রুত বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে যেসব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন হলেই কেবল বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব হবে।

আরমা দত্ত, এমপি (৩১১, মহিলা আসন-১১) : মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চাইছি। সেটা কিভাবে হতে পারে, কি ধরণের আয়োজন হতে পারে এবং তার প্রভাবে কিভাবে জনসাধারণ উপকৃত হতে পারেন সে ব্যাপারে দিকনির্দেশনার আলোচনা জরুরী। করোনার ভ্যাক্সিন নিয়ে এখন অনেক কথা হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের ভ্যাক্সিন গভর্নেন্সের উপর ফোকাস করা উচিত। আমরা ভ্যাক্সিনের বিষয়টি মনিটর করতে পারি কিনা, করলে সেটা কিভাবে করা যেতে পারে, ফোরাম কি ধরণের স্টেপ নিতে পারে এগুলো নিয়ে কাজ করা উচিত। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে ভ্যাক্সিন পৌঁছচ্ছে কিনা সেগুলো দেখা উচিত। ভ্যাক্সিনেশনের কি ধরণের স্ট্র্যাটেজি রয়েছে, সেগুলো এখনও অস্পষ্ট। আমরা কিভাবে এর পলিসি করতে চাই, কিভাবে গণ মানুষের কাছে তথ্যগুলো বিতরণ করতে চাই সেগুলো নিয়ে কাজ করা জরুরী।

রুমানা আলী, এমপি (৩১৪, মহিলা আসন- ১৪) : এই মুহূর্তে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজারের বেশি। প্রতিদিনই কয়েক হাজার রোগী আইসোলেশনে যাচ্ছেন। হাসপাতালগুলোতেও ডাক্তারদের ক্ষেত্রে একই অবস্থা হচ্ছে। আমার প্রস্তাব হলো, আমরা বেশি আক্রান্ত এলাকাগুলোতে এবং হাসপাতাল বিশেষ করে, মাঠ পর্যায়ের ডাক্তার ও নার্সদের জন্য আগে ভ্যাক্সিন পাঠাতে পারি কিনা। আমরা আজ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে আলোচনা করছি। এটা একদিনে বা অল্প কয়েকদিনে সম্ভব হবে না। এই ফোরামের মাধ্যমে আমরা যারা সংসদ সদস্য আছি, যারা শিক্ষকরা আছি; বিভিন্নভাবে আমরা যদি প্রচার করতে পারি, তাহলে মনে হয় আমরা অনেকদূর পৌঁছতে পারি।

ব্যারিস্টার জনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি (২৯, গাইবান্ধা-১): ফোরামের মাধ্যমে আমাদের বর্তমান যে এজেন্ডাগুলো আছে, বিশেষ করে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করা; এ নিয়ে আমরা জরুরী ভিত্তিতে কাজ করবো। আমরা ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ নিয়ে কাজ করতে পারি। হেলথ ডাটাবেজ করতে পারি। আমরা জানি এই ডাটাবেজ তৈরি করা অনেক ব্যয়বহুল। কিন্তু আমরা যদি একটি করে ইউনিয়ন ধরে সফল হতে পারি তাহলে কাজটা সহজ হবে। আমরা চিকিৎসার সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দিতে পারি। প্রত্যেকটি পরিবারকে পার্সোনালাইজড মেডিকেল কিটস ফ্রি'তে দিতে পারি। আমাদের সরকারের পলিসিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টবেজ পলিসি রয়েছে। আমাদের এ থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

জনাব নাহিজ ইজাহার খান, এমপি (৩০৩, মহিলা আসন-৫) : আমরা সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে পার্লামেন্টের মধ্যেই একটা ওয়াকিং সেশন করতে পারি, প্রতিদিন সকাল ৭ টায়। এটা ৩ কিলোমিটারের হতে পারে। আরেকটি ব্যাপার হলো, ন্যাচারাল ডায়েটস মেইনটেইন করা এবং কম মেডিসিন কনজিউম করা। এটা হলে আমরা অনেকটাই সুস্থ থাকতে পারবো। আমরা খেয়াল করেছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের ক্ষেত্রে পিরিয়ডকালীন অনেক ধরণের সমস্যা হয়। আমরা যদি স্কুলে সঠিক হাইজিন নিশ্চিত করতে পারি, প্যাডস সাপ্লাই দিতে পারি তাহলে আমাদের মেয়েরা নানান রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

জনাব অপরাজিতা হক, এমপি (৩২০, মহিলা আসন-২০): মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ এতোক্ষণ যা আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দিক নির্দেশনামূলক ছিল। এখান থেকেই আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে পারবো। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে কিভাবে উত্তরণের পথ বের করা যায় সে ব্যাপারে এই ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এছাড়াও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সর্বজনীন করা যায় কিনা; ঠিক কতগুলো স্বাস্থ্যসেবা সর্বজনীন করা যায় সে ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা রাখতে হবে।

জনাব আ.স.ম ফিরোজ, এমপি (১১২, পটুয়াখালী-২): হেলথ ডেটাবেজ তৈরি সম্ভব। আমরা একেকটি ইউনিয়ন ধরে এগোতে পারি। এভাবে একেকটা উপজেলা ধরেও করা সম্ভব। আমরা শুরু করি। আগামী ৫ বছর, ১০ বছরে আমরা অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবো। সিগারেটের ব্যাপারে আমরা কিন্তু এ নিয়ে অনেকদিন ধরে বলে আসছি। সিগারেট হতে সরকারের যে আয়, তার চেয়ে ব্যয় অনেক বেশি। হার্টের রোগের কথা বলেন, ডায়াবেটিসের কথা বলেন, সবকিছুর সাথে সিগারেট জড়িত। আমার মনে হয় আগামী অধিবেশনে আমরা প্রত্যেকে ২০ সেকেন্ড বা ৩০ সেকেন্ড, ১ মিনিট এ ব্যাপারে আলোচনা করতে পারি। এগুলো পার্লামেন্টে আলোচনা করলে ভালো কিছু হবে।

--